কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৪ FEB 2016
পৃষ্ঠা ৭ ৪ কলাম ২

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষকদের মান আগে নিশ্চিত করুন

প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি ধাপে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি, বিনা মূল্যে বই প্রদানসহ নানা পদক্ষেপে সাম্প্রতিককালে পাসের হার বেড়েছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। কিন্তু বর্ধিত পাসের হার কি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করছে? শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুললে দেখা যাবে, হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না।

মানের দৈন্য সবচেয়ে বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। গ্রামাঞ্চলের প্রথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তা অত্যন্ত প্রকট। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মূলত মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে। শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন ছিল। এ জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া ছিল জরুরি। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। মেধাবী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে মেধাবী শিক্ষকেরই অভাব রয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে মেধাবী শিক্ষক খুবই কম। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা এতই কম যে সরকারি চাকরি হলেও মেধাবীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আসতে নারাজ। অন্যদিকে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়েই যে ভিত্তি গড়ে দিতে হয়, এমন ধারণা বোধ হয় শিক্ষার নীতিনির্ধারকদেরও নেই। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেতন ও মর্যাদার এই অবনমন মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী করতে পারছে না। অন্যদিকে দেশের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তো শুরুতেই শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর স্বাভাবিকভাবেই অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। আবার অনেক প্রাথমিক শিক্ষকেরই কোনো প্রশিক্ষণ নেই। একটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রায় অর্ধেক কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন, কোনো উন্নত দেশে এটা ভাবা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে তেমনটিই হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, শিক্ষার মান নয়, পাসের হার বৃদ্ধিই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান লক্ষ্য। তাতে শতভাগ পাসের লক্ষ্য হয়তো পূরণ হবে। কিন্তু আগামী দিনের নাগরিকরা মেধাহীন থেকে যাবে। জাতির জন্য তখন এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকবে না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হলে গোড়ায় নজর দিতে হবে। সব বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলোকে আনন্দদায়ক করে গড়ে তুলতে হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে শিক্ষানীতির অনুসরণে আলাদা বেতন স্কেল দেওয়া যেতে পারে। নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন অনুসরণীয় হতে পারে।

শিক্ষার মানের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা। তার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক। শিক্ষকদের মান নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে।